بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ আশ্বিন ১৪৩৩
১০ অক্টোবর ২০২৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২৬' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানসিক স্বাস্থ্য—মানুষের সার্বিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনমানের একটি অপরিহার্য অংশ। পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অস্থিরতা, একাকিত্ব, মাদকাসক্তি, পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রের চাপ এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রতিকূলতা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। তাই শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক সুস্থতার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এ বছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change' অর্থাৎ 'জীবনের কথা শুনি, বাস্তব পরিবর্তন আনি'—বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অভিজ্ঞতা যাঁদের জীবনে সরাসরি রয়েছে, তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামতকে নীতি প্রণয়ন ও সেবা পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়াই এ প্রতিপাদ্যের মূল বার্তা।

বর্তমান সরকার মানসিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সমন্বিত করার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করতে ও প্রকৃত সেবা রোগীর কাছে পৌঁছে দিতে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা এবং পরিবার ও সমাজের সমর্থন জরুরি। ঝাড়ফুঁক বা অবিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার পরিবর্তে যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদানের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি আবশ্যক।

আমি দেশের সকল নাগরিকের সার্বিক মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি। মানসিক সুস্থতাসম্পন্ন ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে—এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর